গ্রামের নাম আশাপূর্ণ

তথ্য কমিশন

MRDI

মন্টু-ঝন্টু ও তাদের ফুটবল ম্যাচ

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল ছিল। স্কুল ছুটির পর মন্টু ও ঝন্টু খুব দ্রুত বাড়ির পথে হাঁটছে। দুজনেই ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত। আজ তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ আছে। তারা দুজন প্রাণের বন্ধু, একই ক্লাসে পড়ে। বাড়িও একই পাড়ায়। তার পরও তারা প্রতিপক্ষ। আজকের খেলায় তারা দুজন দুদলের খেলোয়াড়।

মন্টু-ঝন্টুর গ্রামের নাম 'আশাপূর্ণ'। গ্রামের উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে এলজিইডির রাস্তা। রাস্তাটি গ্রামটিকে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি ভাগে ভাগ করেছে। প্রায়ই গ্রামের পূর্ব ধার আর পশ্চিম ধারের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ হয়। এই ম্যাচের জয়-পরাজয় দু'ধারের খেলোয়াড়দের কাছেই 'মান-সম্মানের বিষয়'। এই ধারা চলে আসছে তাদের বাপ-দাদার আমল থেকে।

পথ চলতে চলতে দুজনের মধ্যে বেশ গরম তর্ক চলছে। বিষয়– আজকের খেলার জয়-পরাজয়। হঠাৎ তারা রাস্তার পাশে একটি বাড়ির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ শুনতে পায়। বাড়িটি বশির ভাইয়ের। কান্নার শব্দ অনুসরণ করে ওরা বশির ভাইয়ের বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখে, বশির ভাইয়ের বউ রোকসানা তার শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে কাঁদছেন। শিশুটি ভীষণ অসুস্থ। শিশুটিকে দেখেই ওরা বুঝতে পারে, তাকে এখনই হাসপাতালে নেয়া দরকার। রোকসানার সঙ্গে কথা বলে ওরা জানতে পারে যে, বশির ভাই ভিনগাঁয়ে কাজে গেছেন। ফিরতে সন্ধ্যা হবে। একটা রিকশা-ভ্যান ডেকে ওরা শিশুটিকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

অসুস্থ শিশু এবং মন্টু-ঝন্টুর উদ্যোগ

বিকেলে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে তারা জরুরি বিভাগে কোনো ডাক্তার খুঁজে পায় না। হাসপাতালের একজন কর্মচারী শিশুটিকে ভর্তি করে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেন। ওয়ার্ডে গিয়েও তারা কোনো কর্তব্যরত ডাক্তারকে দেখতে পায় না। ঝন্টু-মন্টুর অনুরোধে হাসপাতালের নার্সেরা শিশুটির প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। নার্সরা জানান, ডাক্তারের বাসা হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ভেতরে। তিনি এখন বাসায় আছেন। ওরা ডাক্তারের খোঁজে ডাক্তারের বাসায় যায়।

ডাক্তারের বাসায় গিয়ে ঝন্টু-মন্টু দেখে, তিনি রোগী দেখছেন এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি আদায় করছেন। তারা পুরো ঘটনা ডাক্তারকে খুলে বলে এবং ডাক্তারকে হাসপাতালে আসার অনুরোধ জানায়। আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর ডাক্তার হাসপাতালে আসেন।

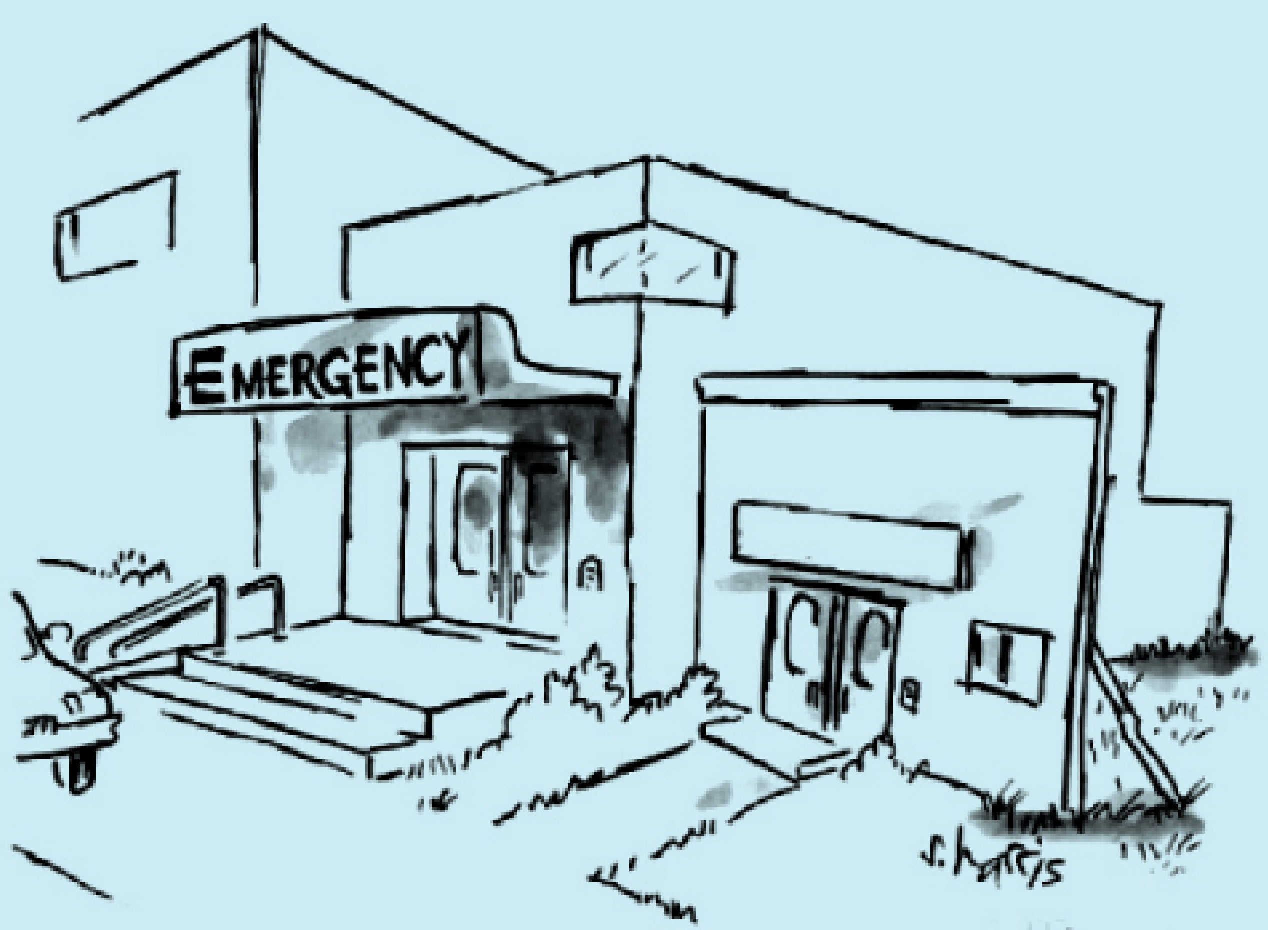

হাসপাতালে শিশুর চিকিৎসা

ডাক্তার শিশুটিকে দেখে বলেন, তার নিউমোনিয়া হয়েছে। একটা সাদা কাগজে কিছু ওষুধপত্র লিখে ঝন্টুর হাতে দিয়ে বলেন, 'এগুলো কিনে আনো।' ওরা চিন্তায় পড়ে যায়। ওদের কাছে টাকা যা ছিল সেখান থেকে ভ্যান ভাড়া দেয়ার পর যা আছে, তা দিয়ে ওষুধ কেনা যাবে না। হঠাৎ মন্টুর মনে পড়ে ফরিদ চাচার কথা। ফরিদ চাচা তার বাবার বন্ধু। হাসপাতালের কাছেই তার ওষুধের দোকান।

ফরিদ চাচা সব শুনে তাদের বাকিতে ওষুধ দিতে রাজি হন। ফরিদ চাচার কাছেই তারা জানতে পায় যে, রোগীদের বিনা মূল্যে দেয়ার জন্য হাসপাতালে ওষুধ আসে কিন্তু তা সঠিকভাবে বিতরণ করা হয় না।

চিকিৎসা পেয়ে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে। সন্ধ্যার পর হন্তদন্ত হয়ে বশির ভাই আসেন। বশির ভাই তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। তাদের জন্য দুহাত তুলে দোয়া করেন। বাড়ি ফিরতে ঝন্টু-মন্টুর বেশ রাত হয়ে যায়। ওরা বাড়ি ফিরে দেখে, মা-বাবাসহ বাড়ির সবাই চরম উৎকণ্ঠায় আছেন। সব শুনে তারা বলেন, 'তোমরা যোগ্য মানুষের মতো কাজ করেছ, তোমাদের জন্য আমরা গর্বিত।'

পুরো ঘটনা থেকে ঝন্টু-মন্টুর মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে

- সে সময় জরুরি বিভাগে কোনো ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না কেন? তখন কোন ডাক্তারের ডিউটি ছিল?
- জরুরি বিভাগে ডাক্তার উপস্থিতির নিয়মকানুন কী?
- ওয়ার্ডের ডাক্তার হাসপাতালের ডিউটির সময় বাসায় বসে টাকা নিয়ে রোগী দেখবেন কেন?
- হাসপাতালে কোন কোন ওষুধ কী পরিমাণে আসে, তা কাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়?

পরদিন স্কুলে...

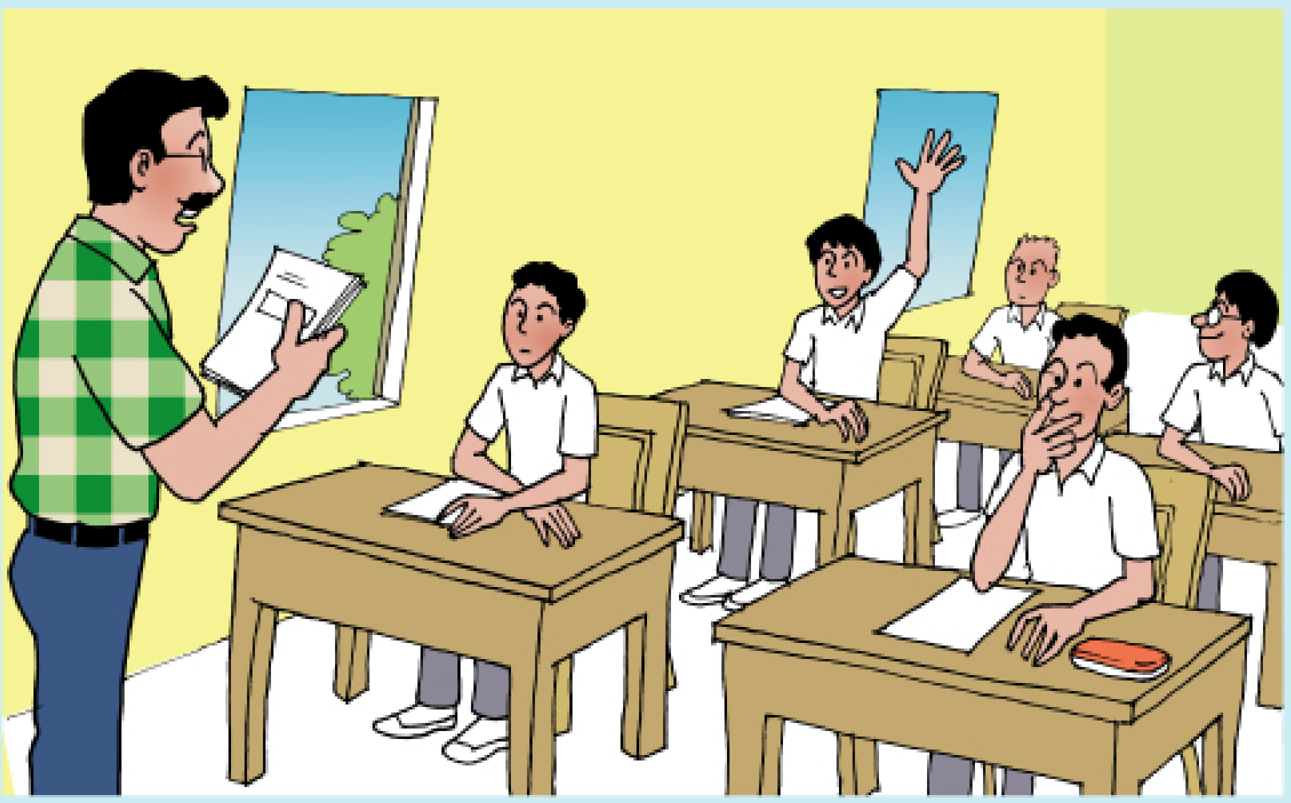

শনিবার স্কুলে তারা বিষয়টি 'জামান স্যার'কে জানায়। জামান স্যার নবম শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষক। তিনি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পড়ান। সব শুনে জামান স্যার বলেন–

'তোমাদের মনে যে প্রশ্ন এসেছে তা তোমরা জানতে চাইতে পারো।'

ঝন্টু অবাক হয়, 'আমরা জানতে চাইতে পারি?'

স্যার বলেন, 'হ্যাঁ পারো।'

মন্টু বলে, 'কীভাবে?'

স্যার এবার বিষয়টি তাদের খুলে বলেন, 'শোনো, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। এই আইন অনুসারে কোনো নাগরিক চাইলে কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য দিতে বাধ্য।'

ক্লাসের সবাই অবাক, 'বাধ্য!'

আমার তথ্য জানার অধিকার

স্যার আবার বলতে শুরু করেন, 'হ্যাঁ, বাধ্য। কারণ তথ্য জানা আমাদের অধিকার। তোমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইতেও এ বিষয়ে একটি পাঠ যুক্ত হয়েছে। শোনো, তথ্য চেয়ে আবেদনের জন্য একটা নির্ধারিত ফরম আছে; ফরম "ক"। সেই ফরম সঠিকভাবে পূরণ করে তুমি যদি তোমার প্রশ্নগুলো জানতে চাও, তাহলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আবেদনের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তোমাকে এ সকল তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে ফরমটি আছে। তোমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে ফরমটি পেতে পারো। ওয়েব-ঠিকানা www.infocom.gov.bd।'

ক্লাসের ছাত্রী মরিয়ম দাঁড়িয়ে বলে, 'স্যার, শুনেছি কৃষি অফিসে কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি-যন্ত্রপাতি আসে। আমার বাবা একজন কৃষক। তিনি কখনোই এসব সহায়তা পাননি। আমি কি জানতে পারব, এসব সহায়তার বরাদ্দ কতটুকু আর কাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়েছে?'

স্যার জবাব দেন, 'অবশ্যই জানতে পারবা। এগুলো জানতে তোমাকে উপজেলা কৃষি অফিসে আবেদন করতে হবে। মনে রাখবা, শুধু স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কৃষি অফিস না, বাংলাদেশের যেকোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।'

সব শুনে মোখলেস লাফিয়ে উঠে বলে, 'স্যার, ভিজিএফ, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতাসহ সকল ভাতা সঠিকভাবে দেয়া হচ্ছে কি না আমি জানতে চাই।'

স্যার বলেন, 'এগুলো জানতে চেয়ে তোমাকে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের কাছে আবেদন করতে হবে। তিনি হলেন ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।'

মন্টু জানতে চায়, 'স্যার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কী?'

স্যার : সকল তথ্য প্রদানকারী অফিসে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানসংক্রান্ত কাজগুলো করার জন্য তথ্য অধিকার আইনে একজন কর্মকর্তা নির্ধারণ করার কথা বলা আছে। তিনি হলেন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'। তথ্যের জন্য এই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হয়।

মন্টু : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি তথ্য না দেন, তাহলে কী করব?

আবেদন করে তথ্য না পেলে...

স্যার : প্রথমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করলে তার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তোমাকে 'গ'-ফরম পূরণ করে আপিল করতে হবে। তুমি যে অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছ, তার ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রধানের কাছে আপিল করবে। যেমন– তুমি যদি উপজেলা কৃষি অফিসে আবেদন করো, তাহলে আপিল করতে হবে জেলা কৃষি অফিসের প্রধান 'উপ-পরিচালক'-এর কাছে। অবশ্য যাদের ঊর্ধ্বতন অফিস নেই, তাদের ক্ষেত্রে ওই অফিসের প্রধানের কাছেই আপিল করতে হবে ।

ঝন্টু : আপিল কত দিনে নিষ্পত্তি হবে?

স্যার : আপিল আবেদন পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি তোমাকে তথ্য দিয়ে দিতে বলবেন অথবা তোমার আপিল আবেদন খারিজ করে দেবেন।

মন্টু : আপিল করেও যদি তথ্য না পাই?

সবার ওপর তথ্য কমিশন : কমিশনে অভিযোগ করো

স্যার : ঢাকায় তথ্য কমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। আপিল করেও তথ্য না পেলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে হবে। তথ্য কমিশন তোমার অভিযোগের শুনানি করবেন। তারপর তথ্য প্রদানযোগ্য হলে তোমাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেবেন। অভিযোগ গুরুতর হলে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারে; প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারে।

মোখলেস : স্যার, আমার প্রশ্ন হলো, সরকার সব তথ্য জনগণকে কেন দেবে? এতে সরকারের কাজের অসুবিধা হবে না?

স্যার : তোমার ধারণা ঠিক নয়। এতে বরং সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দুর্নীতি কমে আসবে। সমস্যা হবে তাদের, যাদের কাজের মধ্যে অনৈতিকতা ও দুর্নীতি আছে। জনগণের টাকায় দেশ চলে। তাই সকল টাকার হিসাব, সকল কাজের হিসাব জনগণ তো বুঝে নেবেই। বুঝেছ সবাই?

সকলে সমস্বরে জবাব দেয়, 'বুঝেছি স্যার।'

মন্টু : স্যার, আমাদের চারপাশের সেবা কার্যক্রম নিয়ে আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে। আমরা এসব তথ্য জানার জন্য আবেদন করতে চাই।

স্যার : অবশ্যই আমাদের অধিকার সঠিকভাবে বুঝে নিতে আমরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করব।

ছাত্রছাত্রীরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার শুরু করলে এলাকার সাধারণ মানুষ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়। তারাও আইনের ব্যবহার শুরু করে। এতে সকল সেবাসংক্রান্ত তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে এলাকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের নজরদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ তথ্য চেয়ে আবেদন করতে চাইলে ঝন্টু-মন্টু তাদের সহায়তায় এগিয়ে যায়। জামান স্যার তার ছাত্রছাত্রী ও এলাকার সুধীজনদের সঙ্গে নিয়ে 'জাগ্রত নাগরিক কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। সেবা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কমিটি কাজ করছে। তাদের একমাত্র হাতিয়ার তথ্য অধিকার আইন।

'আশাপূর্ণ' গ্রামটি এখন দেশের মানুষের আশা ও স্বপ্ন পূরণের মডেল।